বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০১৭

মঞ্চে উপস্থিত পরিচালন সমিতির সভাপতি, প্রধান অতিথি শ্রীমতি প্রমিতা মল্লিক, দর্শকাসনে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, প্রিয় সহকর্মী ও ছাত্রীরা - সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি যোগমায়া দেবী কলেজের বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০১৭ পেশ করছি।

কলেজের স্বাভাবিক পঠন পাঠন, খেলাধূলা ও কাজকর্মের বাইরে যোগমায়া দেবী কলেজের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এনডাওমেন্ট লেকচার যা কিনা বেশ কয়েকদশক ধরে চলে আসছে। এবছর ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

সুচেতা মিত্র স্মারক বক্তৃতা, প্রতিমা সেন স্মারক বক্তৃতা, আশা গুপ্তা স্মারক বক্তৃতা এবং রত্না সোম স্মারক বক্তৃতা উপযুক্ত আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে আয়োজিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্রীরা প্রতিবছরের মতো এবছর ও সাফল্যের নজির রেখেছে। ১০৩ টি ফার্স্ট ক্লাসের সঙ্গে জুলজি, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট ছাত্রীরা ইউনিভারসিটি টপার হয়ে আমাদের গর্বিত করেছে।

পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের ছাত্রীরা সমাজের প্রতি ও সমানভাবে মনোযোগী।
যার দৃষ্টান্তস্বরুপ কলেজ এন এস এস ও এন সি সি ইউনিট ভলেন্টিয়ার-রা রোড সেফটি প্রোগ্রাম, ব্লাড ডোনেসান অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, ট্রি প্ল্যান্টেসান প্রোগ্রাম, স্বচ্ছ ভারত মিশন, নোটবন্দী সচেতনতা, ইয়োগা ডে, এনভায়রনমেন্ট ডে উদযাপন, থ্যালেসেমিয়া এবং এইচ আই ভি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প আয়োজন, স্পেশাল ভিলেজ অ্যাডপসান ক্যাম্প আয়োজন করেছে। এছাড়া

কলেজে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া রোধে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ও এই ছাত্রীরা সাহায্য করেছে।

১৪ জন এন সি সি ভলেন্টিয়ার 'বি' ও ২১ জন এন সি সি ভলেন্টিয়ার 'সি' সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। মধুকুমারী পান্ডে এন সি সি, প: বঙ্গ ও সিকিম গ্রুপে বেস্ট ক্যাডেট সম্মান লাভ করেছে।

ছাত্রীদের পাশাপাশি আমাদের অধ্যাপক/ অধ্যাপিকারা নির্দিষ্ট শিক্ষাদানের সঙ্গেই উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে পি এইচ. ডি করা এবং জার্নাল / কনফারেন্স এ গবেষনাপত্র প্রকাশ করার কাজেও মনোযোগী।

২০১৬ সালে প্রানীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা রাহী সোরেন পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. বল্লরী চক্রবর্তী, ইউ এস এ তে ইন্টারন্যাশানাল কনফারেন্স এ গবেষনাপত্র পাঠ করেছেন। পদার্থবিদ্যার আর এক অধ্যাপিকা ড. রুমা বোসের অধীনে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত গবেষনা করেন।পদার্থবিদ্যা বিভাগের নবনিযুক্ত অধ্যাপক ড. অর্ঘ্য চৌধূরী সম্প্রতি শেফিল্ড ইউনিভারসিটি থেকে পোষ্ট ডক্টরেট রিসার্চ সম্পূর্ন করেছেন। কলেজের আংশিক সময়ের অধ্যাপক/ অধ্যাপিকারাও যাতে গবেষনাধর্মী কাজে উৎসাহ লাভ করেন সেই লক্ষ্যে কলেজ পরিচালন সমিতি আংশিক সময়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের জন্য গবেষনা অনুদানের বিষয়ে সম্মতিদান করেছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং বা নিউ বিল্ডিং এ লিফট, টিচার্স স্টাফ রুম, স্টুডেন্টস কমন রুম, ক্যান্টিন, কেমিস্ট্রির আরো বড়ো ল্যাবোরেটরি, বোটানির নিজস্ব রুফটপ গার্ডেন, বাংলা পিজি- র নিজস্ব ঘর, লাইব্রেরি, শিক্ষকদের গবেষনাধর্মী কাজের সুবিধার জন্য সম্পূর্ন পরিকাঠামো যুক্ত রিসার্চ রুমের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। প্রশাসনের কাজে গতি আনার জন্য সম্পূর্ন অফিসকে একই ভবনে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেন্ট্রাল লাইব্রেরিকে আরো প্রশস্থ করা হচ্ছে

এবং ছাত্রীদের সুবিধার্থে সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে জেরক্স মেশিন রাখা হচ্ছে। প্রশাসনিক ভবনে ইন্টারকম এর ব্যাবস্থা করা হয়েছে যোগাযোগের সুবিধার্থে। কলেজের দুটি বিল্ডিং- ই এখন ওয়াইফাই পরিষেবা প্রাপ্ত। ছাত্রীদের সুবিধার্থে একটি জায়ান্ট নোটিস বোর্ড এবং একটি ইলেকট্রিক নোটিস বোর্ডের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যাবহারের লক্ষ্যের কলেজের নিবেদিতা সভাঘরকে ভারচুয়াল ক্লাসরুম বা টেলি কনফারেন্সরুম এ উন্নীত করা হয়েছে। তার সঙ্গে অন্য দুটি ক্লাসরুমকে স্মার্ট ক্লাসরুমে উন্নীত করা হয়েছে।

প্রশাসনের কাজের সুবিধার্থে অশিক্ষক কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

পরিশেষে জানাই, পরিচালন সমিতি, সমস্ত শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্রীদের সর্বতো সহযোগীতা না পেলে এই উন্নয়নমূলক কাজ করা কখনোই সম্ভব হতো না। তাই কলেজ অধ্যক্ষ এবং পরিচালন সমিতির সম্পাদিকা হিসেবে আপনাদের সকলকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে আমার প্রতিবেদন শেষ করছি।

২৩-৭-২০১৭ নমস্কারান্তে
রবীন্দ্র সদন শ্রাবণী সরকার
অধ্যক্ষা